ইউনিট
৬

পোল্ট্রির বিভিন্ন শ্রেণি, জাত এবং বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এদেশে কৃষি বলতে সাধারণত শস্য এবং শস্যজাত ফসলকেই বুঝানো হয়। প্রকৃতপক্ষে কৃষি বলতে শস্যদানা, মাছ, হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, ভেড়া সবকিছুকেই বুঝায়। এসব কৃষি উপাদানের মধ্যে হাঁস, মুরগী, কবুতর, কোয়েল, রাজহাঁস ইত্যাদি পোল্ট্রির অন্তর্ভুক্ত। পোল্ট্রি বর্তমানে বাংলাদেশে এমন একটি শব্দ যা ছোট বড় ধনী গরীব সবাই পরিচিত।

এই ইউনিটে পোল্ট্রির ধারণা, বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং মুরগি, হাঁস, কবুতর ও কোয়েলের জাত ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৬.১ : পোল্ট্রির ধারণা, বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও সম্ভাবনা
পাঠ - ৬.২ : মুরগির শ্রেণি, জাত ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ - ৬.৩ : হাঁস, রাজহাঁস, কবুতর ও কোয়েলের জাত ও বৈশিষ্ট্য

পাঠ-৬.১ পোল্ট্রির ধারণা, বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও সম্ভাবনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পোল্ট্রি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাবেন।
- পোল্ট্রি শিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পোল্ট্রি শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।

পোল্ট্রি

যে কোন গৃহপালিত পাখিকে ডিম ও মাংস উৎপাদন এবং অর্থ উপার্জনের উদ্দশ্যে পরিকল্পিতভাবে পালন করা হলে তাকে পোল্ট্রি বলে। যেমন- মুরগি, হাঁস, টার্কি, কবুতর ইত্যাদি। এরা মানুষের তত্ত্বাবধানে মুক্তভাবে বংশবিস্তার করে থাকে। পোল্ট্রি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে হলে নিম্নোক্ত কয়েকটি পরিভাষার (Terminology) সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

১. **জাত (Breed):** পোল্ট্রির কোন একটি দলের মধ্যে একই ধরনের আকার, ওজন ও কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে জাত বলে। পোল্ট্রির একই শ্রেণিতে দৈহিক আকৃতি বা পৃথক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে জাত ভাগ করা হয়েছে।

২. **উপজাত (Variety) :** পোল্ট্রির একই শ্রেণির মধ্যে পালকের রং, ঝুঁটি ও অন্যান্য দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে উপজাতে ভাগ করা হয়েছে।

৩. **বেবি চিক (Baby chick):** মুরগির নবজাতক ছানা বা একদিন বয়সের বাচ্চাকে বেবি চিক বলে।

৪. **পুলেট (Pullet):** এক বছরের কম বয়সি মুরগিকে পুলেট বলে। এ বয়সে পুলেট ডিম দেয়া আরম্ভ করবে অথবা প্রথমবারের মতো ডিম দেয়া শুরু করেছে। আমাদের দেশে এই বয়সের মুরগিকে অনেক অঞ্চলে ডেকি মুরগি বলে।

৫. **মোরগ (Cock):** এক বছর বা ততোধিক বয়সের পুরুষ মুরগি যারা যৌন প্রজননে সক্ষম তাদেরকে মোরগ বলে।

৬. **ব্রয়লার (Broiler):** অল্প সময়ে নরম ও সুস্বাদু মাংস উৎপাদনের জন্য দুটি মাংসল জাতের মোরগ মুরগির মিশ্রণে বিশেষভাবে সৃষ্ট মুরগিকেই ব্রয়লার বলে। ব্রয়লার মুরগি সাধারণত ৪-৫ সপ্তাহ পালনের পর বাজারজাত করা যায়।

৭. **লেয়ার (Layer):** বাণিজ্যিকভাবে ডিম উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত মুরগিকেই লেয়ার বলে। লেয়ার খামারে মোরগ পোষার প্রয়োজন হয় না। একেকটি উন্নত জাত/উপজাত/স্ট্রেইনের লেয়ার বছরে ২৫০-৩৩০টি পর্যন্ত ডিম পাড়তে সক্ষম।

৮. **ব্রিডার (Breeder):** লেয়ার, ব্রয়লার ও শোভবর্ধনকারী পোল্ট্রির বাচ্চা ফোটানোর লক্ষ্যে ডিম উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত বাছাই করা প্রজননে সক্ষম স্ত্রী ও পুরুষ পোল্ট্রিকে ব্রিডার বলে।

পোল্ট্রির গুরুত্ব

দারিদ্র্য ও পুষ্টিহীনতা নিরসনকল্পে পোল্ট্রি, বিশেষ করে হাঁস-মুরগি, শুধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করে না বরং এরা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নেও যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। পোল্ট্রি পালন ও উৎপাদন খরচ অপেক্ষাকৃত কম, দ্রুত ডিম ও মাংস পাওয়ার নিশ্চয়তা, দ্রুততার সাথে ব্যবসায়িক ফল লাভ, মাংসে সীমিত চর্বির উপস্থিতি, হজমে সুবিধা, সকল ধর্মের মানুষের কাছে সমভাবে সমাদৃত বলেই পোল্ট্রি মানুষের পুষ্টি যোগানোর জন্য আদর্শ এবং মানসম্পন্ন উপাদান হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। পোল্ট্রির গুরুত্ব নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো:

১. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পোল্ট্রি পালনের মাধ্যমে শহর ও গ্রামের সাধারণ জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
২. পোল্ট্রি শিল্প স্থাপনে প্রাথমিকভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।
৩. অন্যান্য শিল্পের তুলনায় পোল্ট্রি খামার স্থাপনে প্রাথমিকভাবে স্বল্প মূলধনের প্রয়োজন হয় ।

৪. পোল্ট্রি পালনের জন্য তেমন কোন জমির প্রয়োজন হয় না, কাজেই ইচ্ছে থাকলে বসতবাড়িতে, এমনকি ঘরের উঠানে, বারান্দা বা ঘরের ছাদ এবং পুকুরের উপরে পালন করা যায়।
৫. পোল্ট্রির খামার থেকে স্বল্পতম সময়ে অর্থ বিনিয়োগ থেকে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। কারণ হলো হাঁস-মুরগি ৫-৬ মাস বয়স হলেই ডিম দেওয়া শুরু করে এবং ব্রয়লার মুরগি ৪-৫ সপ্তাহ বয়সেই মাংসের জন্য বিক্রয় উপযোগী হয়।
৬. মুরগির ডিম ও মাংসে পুষ্টি উপাদান গরুর দুধের তুলনায় অনেক বেশি থাকে। মাত্র একটি ডিম থেকে দুই গ্লাস দুধের সমান পুষ্টি পাওয়া যায়।

পোল্ট্রি শিল্পের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একটি ছোট উন্নয়নশীল মধ্যম আয়ের দেশ হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে এটি পৃথিবীর মানচিত্রে অন্যতম স্থান দখল করে আছে। এই দেশের ২১.৮% লোক দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। এ দেশের প্রায় ১১.০% মানুষ তীব্র পুষ্টিহীনতার মধ্য দিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে থাকে। খাদ্য হিসেবে মাথাপিছু প্রতিদিনের প্রাণিজ আমিষ গ্রহণের মাত্রা কমপক্ষে হওয়া প্রয়োজন ৬২ গ্রাম। পোল্ট্রি পালন মূলত শুরু হয় প্রাচীনকাল থেকেই। মানুষ এ পেশার সঙ্গে জড়িত হওয়ার ফলে এদের সম্পর্কে সহজেই পরিচিত হতে পেরেছে। এদেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাণিজ্যিকভিত্তিতে পোল্ট্রি পালন শুরু হয় ১৯৮০ সালের দিকে। আশ্চর্য হলেও সত্য যে গত ২০ বছর পূর্বেও সরকারি কিছু পোল্ট্রি খামার ছাড়া বেসরকারিভাবে তেমন কোন ধরনের পোল্ট্রি খামার ছিল না, তবে প্রতিটি বাড়িতে ১০-১২টি মোরগ-মুরগি এবং হাঁস পালন করা হতো ডিম ও মাংসের জন্য। কিন্তু বিগত ২০ বছরে এ অবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। পোল্ট্রি আর সেই গুটিকয়েক মুরগি বা হাঁসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এদেশে হাজার হাজার মানুষ বর্তমানে শহর, গ্রাম এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পোল্ট্রি খামার গড়ে তুলেছে। বর্তমান সময়ে হাঁস-মুরগি বা পোল্ট্রি শিল্প জনগনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং এ শিল্পের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলছে। পোল্ট্রি শিল্প বর্তমানে জনপ্রিয় এবং আকর্ষণীয় পেশা হওয়ায় অন্যতম প্রধান কারণ হলো এ শিল্পে স্বল্প পুঁজি ও অতি অল্প সময়ে লাভ করা যায়।

পোল্ট্রি শিল্পের সমস্যা

বর্তমানে পোল্ট্রি শিল্প আলোর পথে হাটলেও এর পিছনে কিছু অন্ধকার এখনও রয়েছে। পোল্ট্রি শিল্পের সমস্যাগুলো নিচে তালিকাভুক্ত করা হলো।

১. পোল্ট্রি শিল্পের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো সঠিক সময়ে সঠিক গুণগত মানের বাচ্চা না পাওয়া।
২. বেবি চিক-এর অনিয়ন্ত্রিত মূল্যবৃদ্ধি। হ্যাচারি মালিকগণ অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য প্রায়শঃই বাচ্চার দাম বৃদ্ধি করেন যা সাধারণ খামারিদের জন্য অস্বস্তিকর।
৩. খাদ্য সংকট এবং এর অধিক মূল্যবৃদ্ধি। বর্তমানে পোল্ট্রি খাদ্যের ঘাটতি সারা বিশ্বজুড়ে। বাংলাদেশেও পোল্ট্রি খাবারের ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া কিছু ব্যবসায়ী তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার নিমিত্তে খাবারের দাম বৃদ্ধি করেন।
৪. অপর্যাপ্ত টিকাদান কর্মসূচি পোল্ট্রি শিল্পের অন্যতম অন্তরায়।
৫. অপর্যাপ্ত প্রাণি চিকিৎসক এবং দক্ষ পালনকারী এই শিল্পের বাধা হয় কখনও কখনও।
৬. মধ্যস্বত্বভোগীরাও এই শিল্পের বাজারজাতকরণের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা।
৭. অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এই শিল্পকে বাধাগ্রস্থ করছে নিয়মিতভাবে। বেকার যুবক-যুবমহিলাদের যদি সঠিকভাবে পোল্ট্রি পালন এবং বাজারজাতকরণের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া যায় তাহলে এই শিল্প উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করবে।

পোল্ট্রি শিল্পের সম্ভাবনা

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এই দেশে বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষিত যুবক-যুবমহিলা বেকার। স্বল্পসংখ্যক সরকারি চাকুরির পিছনে প্রতিবছর লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার মেধা, শ্রম এবং অর্থ অপচয় করে আসছে। কখনও কখনও তারা দালালদের খপ্পরে পড়ে হারাচ্ছে সহায় সম্বল সবকিছু। এই বিশাল বেকার জনগোষ্ঠির জন্য পোল্ট্রি শিল্প হয়ে উঠতে পারে একটি আদর্শ আত্মকর্মসংস্থানের জায়গা। বর্তমানে অনেক গ্রামাঞ্চলে, শহরে, এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে উঠছে ব্রয়লার ও লেয়ার খামার। এসব খামার গড়ে উঠার পেছনে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিম ও মাংসের চাহিদা। একজন সুস্থ্য মানুষের প্রতিদিন ১২০ গ্রাম মাংস এবং সপ্তাহে কমপক্ষে ২টি করে ডিম খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে এত খামার হওয়ার পরেও

আমরা এই বিশাল জনগোষ্ঠির পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করতে পারছি না। তবে আশার কথা হলো এই যে, পূর্বের তুলনায় বর্তমানে পুষ্টি চাহিদা অনেকাংশে নিশ্চিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ হবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। মুরগি ছাড়াও পোল্ট্রির অন্যান্য প্রজাতি, যেমন- টার্কি, হাঁস, কোয়েল ইত্যাদির মাংসল জাত উদ্ভাবনে বিজ্ঞানিরা নিরলশ পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বর্তমানে শিক্ষিত যুবকেরা এই শিল্পে আগ্রহী হওয়ার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

পোল্ট্রি ব্যবসা শুরু করার জন্য তুলনামূলক ভাবে অল্প পুঁজির প্রয়োজন হয়। এই শিল্পের জন্য অধিক জায়গার দরকার হয় না। একটি ঘর তুললেই হয় বা কখনও কখনও একাধিক ঘরের প্রয়োজন হতে পারে। অন্যান্য ব্যবসার তুলনায় এতে মুনাফা তুলনামূলক বেশি হয়। মূলধনসহ মুনাফা অন্যান্য ব্যবসার তুলনায় এখানে তাড়াতাড়ি উঠে আসে। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বেবি চিক-এর সহজলভ্যতা এই শিল্পের একটি আকর্ষণীয় দিক যদিও মাঝে মাঝে অধিক দাম দিতে হয়। জৈব নিরাপত্তায় আগের তুলনায় মানুষ এখন অনেক বেশি সচেতন যে কারণে রোগ বালাই কম হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে পোল্ট্রির গুরুত্ব এবং কয়েকটি টার্ম নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবে।

সারসংক্ষেপ

পোল্ট্রি বলতে কোন গৃহপালিত পাখিকে বুঝায় যা মানুষ ডিম ও মাংস খাবার উদ্দেশ্যে পালন করে থাকে। হাঁস, মুরগী, কবুতর, রাজহাঁস, কোয়েল ইত্যাদি পোল্ট্রির অন্তর্ভুক্ত। পোল্ট্রিশিল্প বর্তমানে একটি আয় সম্ভবনা এবং স্বল্প পুঁজির ব্যবসা। এই শিল্পে যদিও কিছু সম্ভবনা রয়েছে তবুও এটি একটি অপার সম্ভাবনার শিল্প।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি পোল্ট্রির অন্তর্ভুক্ত নয়?
(ক) হাঁস (খ) গরু
(গ) মুরগি (ঘ) কবুতর

২। ব্রয়লার মুরগি কত সপ্তাহে বিক্রয় উপযোগী হয়?
(ক) ২-৩ সপ্তাহ (খ) ৩-৪ সপ্তাহ
(গ) ৪-৫ সপ্তাহ (ঘ) ৫-৭ সপ্তাহ

৩। এদেশের শতকরা কত জন মানুষ তীব্র পুষ্টিহীনতার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছে?
(ক) ১০-১৫% (খ) ১৫-২০%
(গ) ২০-২৫% (ঘ) ২৫-৩০%

৪। পোল্ট্রি শিল্পের অন্যতম প্রধান সমস্যা কোনটি?
(ক) গুণগত বাচ্চা না পাওয়া (খ) অপর্যঅপ্ত টিকাদান কর্মসূচি
(গ) অপর্যাপ্ত প্রাণি চিকিৎসক (ঘ) অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

৫। একজন সুস্থ্য মানুষের সপ্তাহে কয়টি ডিম কাওয়া প্রয়োজন?
(ক) ৪টি (খ) ৭টি
(গ) ২টি (ঘ) ৫টি

পাঠ-৬.২ মুরগির শ্রেণি, জাত ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুরগির বিভিন্ন শ্রেণি ও জাত সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মুরগির জাতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- বিভিন্ন শ্রেণির মুরগির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

পূর্বের পাঠে আমরা জেনেছি পোল্ট্রি কি? আরও জেনেছি পোল্ট্রির ধারণা ও গুরুত্ব, পোল্ট্রি শিল্পের বর্তমান, অবস্থা সমস্যা ও সম্ভবনা। এই পাঠে আমরা মুরগির বিভিন্ন শ্রেণি, জাত ও উপজাত এবং এদের বৈশিষ্ট্য শিখতে পারব।

শ্রেণি (Class): পৃথিবীর কোনো নিদিষ্ট এলাকা হতে উদ্ভুত এবং কিছু কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য সাদৃশ্যের মুরগিগুলোকে একটি শ্রেণিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। যেমন- আমেরিকান শ্রেণি, এশিয়াটিক শ্রেণি, ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণি এবং ইংলিশ শ্রেণি। পৃথিবীর সব মুরগিকে এই চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

জাত (Breed): শ্রেণির অধীনে আকার ও আকৃতিতে সাদৃশ্যপূর্ণ মুরগিগুলোকে একটি জাতের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। যেমন- লেগহর্ণ, মিনর্কা, অস্ট্রালর্প ইত্যাদি। এবার অসা যাক কোন কোন শ্রেণিতে কি কি জাত এবং উপজাত রয়েছে সেই আলোচনায়। নিম্নোক্ত সারণী সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সারণী : মুরগির উল্লেখযোগ্য শ্রেণি, জাত ও বৈশিষ্ট্য

ক্র. নং	শ্রেণি	জাত	সাধারণ বৈশিষ্ট্য
১.	আমেরিকান	রোড আইল্যান্ড রেড, প্লাইমাউথ রক, নিউ হ্যাম্পশায়ার, ওয়েনডট	ক) কানের লতির রং লাল। খ) এ জাত ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। গ) এদের পায়ের নালা পালকবিহীন। ঘ) গায়ের চামড়ার রং হলুদ। ঙ) ডিমের খোসার রং বাদামি। চ) পায়ের নালার রং হলুদ।
২.	এশিয়াটিক	ব্রাহমা, কোচিন, ল্যাংসেন	ক) কানের লতির রং লাল। খ) মাংস উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যায়। গ) এদের পায়ের নালা পালকযুক্ত। ঘ) দেহে পালক বেশি থাকে। ঙ) ডিমের খোসার রং বাদামি। চ) এদের কুঁচে হওয়ার প্রবনতা বেশি। ছ) এদের ডিম উৎপাদন হার কম।
৩.	ভূমধ্যসাগরীয়	লেগহর্ন, মিনর্কা, অ্যানকোনা, ফাওমি, আন্দালুসিয়ান	ক) কানের লতির রং সাদা। খ) ডিম উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। গ) পায়ের নালা পালকহীন।

ক্র. নং	শ্রেণি	জাত	সাধারণ বৈশিষ্ট্য
			ঘ) ডিমের খোসার রং সাদা। ঙ) এরা আকারে ছোট। চ) পালক আটোসাঁটো ও দেহের সাথে সুবিন্যস্ত। ছ) কুঁচে হওয়ার অভ্যাস একেবারেই নেই।
৪.	ইংলিশ	সাসেক্স, অস্ট্রালপ, অরপিংটন, কর্নিশ	ক) কানের লতির রং লাল। খ) মাংস ও ডিম উৎপাদন উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহার উপযোগী। গ) এদের পায়ের নালা পালকহীন। ঘ) ডিমের খোসর রং বাদামি। ঙ) কর্নিশ ছাড়া সবগুলো জাতের চামড়ার রং সাদা। চ) এদের আাকার মাঝারি।

উদাহরণ হিসেবে এখানে বিভিন্ন শ্রেণির মুরগি থেকে অন্তত একটি করে জাত ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে।

রোড আইল্যান্ড রেড (Rhode Island Red)

উৎপত্তি এবং প্রাপ্তিস্থান: আমেরিকার রোড আইল্যান্ড নামক স্থানে এ জাতের উৎপত্তি। এটি আমেরিকান শ্রেণীভুক্ত মুরগির জাত। বর্তমানে পৃথিবীর সব অঞ্চলে এ জাতটি পাওয়া যায়।

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. পালকের রং লাল। চামড়ার রং হলুদ।
২. ঝুঁটি একক বা গোলাপি হয়ে থাকে। কানের লতির রং লাল।
৩. পায়ের নালায় পালক থাকে না। নালার রং হলুদ।
৪. এ জাতের মোরগের সাহায্যে দেশি মুরগির প্রজনন ঘটিয়ে সংকর মোরগ-মুরগি উৎপাদন করা হয়ে থাকে।
৫. এ সংকর মোরগ-মুরগির ডিম ও মাংস বেশি হয়ে থাকে।
৬. ডিমের খোসার রং বাদামি।

চিত্র ৬.২.১ : রোড আইল্যান্ড রেড

উৎপাদান বৈশিষ্ট্য

১. ডিম এবং মাংস উৎপাদনের জন্য এ মুরগির জাতটি বিশেষভাবে পরিচিত।
২. শরীরের ওজন- মোরগ ৩.৮ কেজি ও মুরগি ৩.০ কেজি।
৩. বার্ষিক ডিম উৎপাদান ক্ষমতা- প্রায় ১৮০টি।

অস্ট্রালর্প (Australorp)

উৎপত্তি এবং প্রাপ্তিস্থান: এই জাতের মুরগির উৎপত্তি গ্রেট ব্রিটেন। এটি ইংলিশ শ্রেণীভুক্ত মুরগির জাত। এরা ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য উপযোগী। তাই বিশ্বব্যাপী এই জাতটি বেশ জনপ্রিয়।

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. এদের দেহ খাড়া ও লেজের দিকে ক্রমশ ঢালু, গভীর ও মজবুত হয়ে থাকে।
২. এদের মাথার ঝুঁটি একক এবং কানের লতি লাল।
৩. পায়ের নালা পালকহীন ও চামড়ার রং সাদা।
৪. পালকের রং উজ্জ্বল ও সবুজের আভাযুক্ত কালো।
৫. ডিমের খোসার রং বাদামি।

চিত্র ৬.২.২ : অস্ট্রালর্প জাতের মুরগি

উৎপাদান বৈশিষ্ট্য

১. দৈহিক ওজন ২.৯-৩.৯ কেজি।
২. বার্ষিক ডিম উৎপাদান ক্ষমতা- ১৫০-২০০টি।

লেগহর্ন (Leghorn)

উৎপত্তি এবং প্রাপ্তিস্থান: এদের উৎপত্তিস্থল ইটালি। এটি ভূমধ্যসাগরীয় জাতের মুরগি। এই শ্রেণির মধ্যে এরা সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত। ডিম উৎপাদনের জন্য এরা বিশ্ববিখ্যাত। মুরগির জাত উন্নয়নের জন্য এটি ব্যাবহৃত হয়।

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. এদের দেহ ত্রিভূজাকার অর্থাৎ কাঁধের দিকে চওড়া ও লেজের দিকে ক্রমশ সরু।
২. দেহ আঁটোসাঁটো ও আকারের ছোট হয়ে থাকে।
৩. এদের মাথার ঝুঁটি একক এবং কানের লতি সাদা।
৪. পায়ের নালা পালকহীন ও চামড়ার রং হলুদ।
৫. উপজাত অনুযায়ী পালকের সাদা, কালো বাব বাদামি হতে পারে।
৬. ডিমের খোসার রং সাদা।

চিত্র ৬.২.৩ : লেগহর্ন জাতের মুরগি

উৎপাদান বৈশিষ্ট্য

১. দৈহিক ওজন ২.০-২.৭ কেজি।
২. বার্ষিক ডিম উৎপাদান ক্ষমতা- ২০০-২৫০টি।

ব্রাহমা (Leghorn)

উৎপত্তি এবং প্রাপ্তিস্থান: এদের উৎপত্তিস্থল ভারতের ব্রহ্মপুত্র অঞ্চল। এটি এশিয়াটিক শ্রেণির মুরগির জাত। এরা মূলত মাংস উৎপাদনে উপযোগী। ব্রাহমা জাতের আসল নাম ছিল 'গ্রে চিটাগাং'।

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. এদের দেহ ভারি ও ঘন পালকে ঢাকা।
২. দেহ আঁটোসাঁটো ও আকারের ছোট হয়ে থাকে।
৩. মাথা মটর ঝুঁটিবিশিষ্ট এবং কানের লতি লাল।
৪. পায়ের নালা পালকযুক্ত, মাংসল ও হলুদ বর্ণের।
৫. চামড়ার রং হলুদ।
৬. ডিমের খোসার রং বাদামি।

উৎপাদান বৈশিষ্ট্য

১. দৈহিক ওজন ৪.০-৫.০ কেজি।
২. ডিম উৎপাদান ক্ষমতা বেশ কম।

যদিও আমাদের দেশে মুরগির তেমন কোন উল্লেখযোগ্য জাত নেই তবে আসিল নামে এক জাতের মুরগি দেখা যায়। নিচে এ জাতটির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো।

আসিল

উৎপত্তি এবং প্রাপ্তিস্থান: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল ও চট্টগামের বিভিন্ন অঞ্চল। এরা মূলত লড়াইয়ের মুরগি। তবে মাংসের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. এই মুরগি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর ও সুঠাম।
২. মাথা মটর ঝুঁটিবিশিষ্ট।
৩. পা ও গলা বেশ লম্বা।
৪. গায়ে পালক খুব কম থাকে; পালকের সাদা, কালো, সোনালি প্রভৃতি।
৫. পায়ের নালায় পালক থাকে না।

উৎপাদান বৈশিষ্ট্য

১. এদের দেহে বেশ মাংস থাকে এবং সুস্বাদু মাংসের জন্য এরা বিখ্যাত।
২. পূর্ণ বয়সে এদের দৈহিক ওজন ৪-৫ কেজি পর্যন্ত হয়। এরা ডিম কম দেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বসে বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে দলগতভাবে আলোচনা করবে।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মুরগির বিভিন্ন জাত উপত্তি এবং বিস্তৃতি লাভ করেছে। এসব জাতের আবার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা দেখে এদের একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা করা যায়। মুরগির এসব বৈশিষ্ট্যের উর ভিত্তি করে বিভিন্ন উপজাত এ ভাগ করা হয়েছে। উদাহরণ আমেরিকান শ্রেণিতে রোড আইল্যান্ডরেড, প্লাইমাউথ রক ইত্যাদি জাত রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি মুরগির জাত নয়।
(ক) লেগহর্ন (খ) পেকিন
(গ) মিনর্কা (ঘ) অস্ট্রালর্প

২। রোড আইল্যান্ড জাতের মুরগির ওজন কত?
(ক) ৩.০ কেজি (খ) ৩.৫ কেজি
(গ) ২.৫ কেজি (ঘ) ৪ কেজি

পাঠ-৬.৩ হাঁস, রাজহাঁস, কবুতর ও কোয়েলের জাত ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হাঁস ও রাজহাঁসের বিভিন্ন জাত সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কবুতরের বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- বিভিন্ন জাতের কোয়েলের নাম ও জাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুরগির মতো বিভিন্ন জাতের হাঁস ও রাজহাঁসও ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য খামারভিত্তিতে পালন করা হয়। হাঁস ডিম এবং মাংস উভয় উদ্দেশ্যেই পালন করা হয়। ডিম এবং মাংস উৎপাদন সাধারণত জাতের উপর নির্ভরশীল। বিশ্বে যে সব হাঁসের জাত ও উপজাত রয়েছে তা এশিয়া জাত এবং উপজাত হতে উদ্ভুত। হাঁসের জাতকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. **ডিমপাড়া জাত (Layer Breed):** খাকী ক্যাম্পবেল, ইন্ডিয়ান রানার, জিনডিং ইত্যাদি।
২. **মাংসের জাত (Meat Breed):** পিকিন, আইলশবারি, মাসকোভি, রুয়েন ইত্যাদি।
৩. **সৌন্দর্যবর্ধক জাত (Ornamental Breed):** কল, ক্রেস্টেড, কায়াগো, ব্লু সুইডিস ইত্যাদি।

হাঁসের জাত ও বৈশিষ্ট্য

খাকী ক্যাম্পবেল

উৎপত্তি এবং প্রাপ্তিস্থান: খাকী ক্যাম্পবেল ডিম উৎপাদনের জন্য একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় জাত। এদের উৎপত্তি ইংল্যান্ডে যা মিসেস ক্যাম্পবেল উদ্ভাবন করেন ১৯০১ সালে।

চিত্র ৬.৩.১ : খাকী ক্যাম্পবেল জাতের হাঁস

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. পালকের রং খাকি।
২. এদের মাথা গোলাকার।
৩. মাথা ঘন বাদামি ও চোখের চারপাশে গোল সবুজ বন্ধনী থাকে।
৪. হাঁসের পা ও পায়ের পাতা গাঢ় কমলা এবং হাঁসির পা ও পায়ের পাতা তামাটে।

উৎপাদান বৈশিষ্ট্য : পূর্ণ বয়সে হাঁসা ২.০-২.৫ কেজি এবং হাঁসি ১.০-১.৫ কেজি হয়ে থাকে। এরা বছরে ২৫০-৩০০টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে।

ইন্ডিয়ান রানার

উৎপত্তি এবং প্রাপ্তিস্থান: এ জাতের হাঁসের উৎপত্তি ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া। তবে এদের ডিম পাড়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে পশ্চিম ইউরোপে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে এ জাতটি পালিত হয়। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় সহজেই এ জাতের হাঁস পালন করা যায়।

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. এদের গায়ের রং সাদা, ধূসর ও সাদা-ধূসর হয়ে থাকে।

২. তবে এদের তিনটি উপজাতের মধ্যে সাদা রঙের রানার অধিক জনপ্রিয়।
৩. এদের আকার ছোট, গলা লম্বা, সরু ও ঘাড় দেহের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল।
৪. এদের মাথার উপরিভাগে বেশ চওড়া ও চোখ দুটি উপরের দিকে অবস্থিত।

চিত্র ৬.৩.২ : ইন্ডিয়ান রানার জাতের হাঁস

উৎপাদান বৈশিষ্ট্য : এরা ওজনে ১.৫-২.৫ কেজি হয়ে থাকে। বছরে ২৫০-২৬০টি ডিম দেয়।

জিনডিং হাঁস

উৎপত্তি এবং প্রাপ্তিস্থান: এ জাতের হাঁসের উৎপত্তি চীনে। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় সহজেই এ জাতের হাঁস পালন করা যায়।

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. এদের গলা লম্বা এবং আকারে সরু ও লম্বা।
২. চোখের চারপাশে খাকী ক্যাম্পেল হাঁসের মতো গোল চক্র নেই।
৩. এদের পালকের রং খাকী-বাদামি মিশ্রিত ও কালো ফোঁটায় ভরা।
৪. ডিমের রং ঈষৎ নীল বা সবুজাভ হয়ে থাকে।

উৎপাদান বৈশিষ্ট্য : পূর্ণ বয়সে হাঁসা ২.০-২.৫ কেজি এবং হাঁসি ১.০-১.৫ কেজি হয়। বার্ষিক ডিম উৎপাদান ২৭৫-৩০০টি।

পেকিন হাঁস

উৎপত্তি এবং প্রাপ্তিস্থান: এ জাতের হাঁসের উৎপত্তি চীনে। এরা দ্রুত বর্ধনশীল ও মাংসের জন্য বিখ্যাত।

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. এদের দেহ প্রশস্ত ও গোলাকার।
২. পালকের রং সাদা।
৩. চোখের রং ধূসর-নীল এবং পায়ের পাতা লাল কমলা রঙের।

উৎপাদান বৈশিষ্ট্য : পূর্ণবয়স্ক হাঁসা ৪-৫ কেজি এবং হাঁসি ৩-৪ কেজি হয়ে থাকে। বার্ষিক ডিম উৎপাদন- ১৫০-১৬০টি।

মাসকোভি

উৎপত্তি এবং প্রাপ্তিস্থান: এদের উৎপত্তি ব্রাজিল ও দক্ষিণ আমেরিকা। আমাদের গ্রামঞ্চলে এরা চীনা হাঁস নামে অধিক পরিচিত।

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. এরা আকারে বেশ বড়, শরীর বেশ গভীর ও প্রশস্ত।
২. এদের গায়ের রং সাদা, কালো বাদামি-নীল বা মিশ্র রঙের হয়ে থাকে। তবে সাাদা পাখায় কালো রংয়ের মাসকোভি হাঁস অধিক জনপ্রিয়।
৩. এদের মাথার চারিদিকে ঝুঁটি থাকে।
৪. মাসকোভি হাঁসের মাথায় ও চোখের উপর দিয়ে লাল

চিত্র ৬.৩.২ : মাসকোভি জাতের হাঁস

পালকমুক্ত অলংকার থাকে।

উৎপাদান বৈশিষ্ট্য : পূর্ণবয়স্ক হাঁসা ৪-৫ কেজি এবং হাঁসি ২.৫-৩.০ কেজি হয়ে থাকে। এদের বার্ষিক ডিম উৎপাদন ১০০-১৫০টি।

এসব উন্নতজাতের হাঁস ছাড়াও কিছু দেশী জাতের হাঁস রয়েছে। এদের মধ্যে নাগেশ্বরী, সাদা হাঁস ও মাটি হাঁস উল্লেখযোগ্য। এদের নাগেশ্বরীর জাত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো।

নাগেশ্বরী (Nageswari)

উৎপত্তি এবং প্রাপ্তিস্থান: সিলেট ও ভারতের কাছাড় জেলায় এই হাঁসের আদি উৎপত্তিস্থল। বর্তমানে বাংলাদেশের সর্বত্রই কিছু না কিছু এই জাতের হাঁস পরিলক্ষিত হয়।

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. এ জাতের হাঁস আকারে ছোট।
২. এদের দেহের উপরিভাগের পালক কালো।
৩. গলার কিছু অংশ, বুক ও তলপেট সাদা।
৪. এরা অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু এবং নিকৃষ্ট মানের খাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে।
৫. ডিমের খোসার রং সামান্য নীলাভ।

উৎপাদান বৈশিষ্ট্য : পূর্ণবয়স্ক হাঁসার গড় ওজন ১.৭৫ কেজি এবং হাঁসি ১.৫০ কেজি। এদের বার্ষিক ডিম উৎপাদন- ১০০-১৫০টি। পরিচর্যা ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি হলে এ জাতের হাঁস বছরে আরো বেশি ডিম দেয়।

রাজহাঁস প্রধানত সৌন্দর্যবৃদ্ধি ও মাংসের জন্য পালন করা হয়। রাজহাঁস ঋতুভিত্তিক ডিম উৎপাদন করে থাকে। রাজহাঁস জাতের মধ্যে টলুউইস, অ্যাম্বডেন, আফ্রিকান ও চাইনিজ জাত উল্লেখযোগ্য। নিচে এদের জাত বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

টলুউইস

উৎপত্তি এবং প্রাপ্তিস্থান: এ জাতের রাজহাঁসের উৎপত্তি ফ্রান্স। এরা মাংসল ও বড় আকারের রাজহাঁস। এরা ইউরোপীয় দেশে বেশি জনপ্রিয়।

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. এদের বুক উঁচু, পুরু ও গভীর।
২. ডানা লম্বা, লেজ খাটো, মাথা বড়, ঠোঁট মজবুত, গলা লম্বা ও পুরু এবং পা মজবুত।
৩. পালকের রং- দেহের পিছনের ভাগ গাঢ় ধূসর, তলপেট এবং বক্ষগহ্বর হালকা ধূসর ও সাদা।
৪. পায়ের নারা ও ঠোঁটের অগ্রভাগ কমলা।
৫. গলা ঝুলন্ত ও পালক ঢিলা।

উৎপাদান বৈশিষ্ট্য : প্রাপ্ত বয়স্ক রাজহাঁসের ওজন ১২.৫-১৩.৫ কেজি এবং রাজহাঁসির ওজন ৯.০-১০.০ কেজি। এদের ডিম উৎপাদন প্রতি ঋতুতে প্রায় ৩৫টি।

অ্যাম্বডেন জাত

উৎপত্তি এবং প্রাপ্তিস্থান: এ জাতের রাজহাঁসের উৎপত্তি জার্মানীতে।

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. এদের দেহে প্রশস্ত, পুরু ও গোলাকার।

২. পিঠ লম্বা, সোজা ও মজবুত।
৩. ডানা আকারে লম্বা।
৪. মাথা লম্বা, ঠোঁট মজবুত, চোখ অত্যন্ত উজ্জ্বল।
৫. পা খাটো, পালক শক্ত ও সুবিন্যস্ত।
৬. পালকের রং সম্পূর্ণ উজ্জ্বল চকচকে সাদা।
৭. ঠোঁট কমলা-হলুদ ও চোখ হালকা নীল।
৮. পা ও পায়ের পাতা কমলা।

উৎপাদান বৈশিষ্ট্য : প্রাপ্ত বয়স্ক রাজহাঁসের ওজন ১৩-১৫ কেজি এবং রাজহাঁসির ওজন ৯-১০ কেজি। এদের ডিম উৎপাদন প্রতি ঋতুতে প্রায় ৪০টি।

চাইনিজ

উৎপত্তি এবং প্রাপ্তিস্থান: এ জাতের উৎপত্তিস্থল এশিয়া। এদের ২টি প্রজাতি রয়েছে, যেমন- সাদা ও বাদামি।

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. এদের দেহ সরল ও রৈখিক।
২. মাথা ও ঠোঁটের সংযোগস্থলে ক্ষুদ্র মাংসের মতো গুটি থাকে।
৩. এদের গলা লম্বা, অনেকটা সোয়ানের মতো।
৪. সাদা উপজাতের পা, ঠোঁট ও পায়ের নালা কমলা।
৫. বাদামী উপজাতের পা, ঠোঁট ও পায়ের নালা কালো।

উৎপাদান বৈশিষ্ট্য : প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী রাজহাঁসের দৈহিক ওজন যথাক্রমে ৪.৫-৫.৫ ও ৩.৫-৪.৫ কেজি। এদের ডিম উৎপাদন প্রতি ঋতুতে ৫০-৬০টি।

কবুতর

মুরগি, হাঁস ও রাজহাঁসের মতো কবুতরও পোল্ট্রির জনপ্রিয় প্রজাতি। কবুতর অত্যন্ত সৌখিন পাখি এবং রুচিশীল মানুষের একান্ত শখের বিষয়। এদেরকে গ্রাম, শহরতলী, এমনকি শহরের বাসাবাড়িতে পারন কওে থাকে। কবুতরের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু ও উপাদেয়। এই মাংস সদ্য রোগ থেকে বেড়ে ওঠা রোগীদের জন্য বলবর্ধক। এখানে কবুতরের কয়েকটি জাত ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

ফেনটেইল (Fantail)

উৎপত্তি ও প্রাপ্তিস্থান: এই জাতের কবুতরের উৎপত্তি ভারতে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এদের দেখা মেলে। এদেশে এরা ময়ূরপঙ্খী নামেও পরিচিত।

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. এদের লেজ পাখার মতো বিধায় এদের এরকম নামকরণ।
২. এদের শারীরিক কাঠামো ছোট হয়।
৩. এদের বুক ঊর্ধ্বমুখী হয়।
৪. এদের সবচেয়ে জনপ্রিয় রং হলো সাদা।
৫. সাদা ছাড়াও হলুদ, কালো, সিলভার বর্ণেরও হতে পারে।

উৎপাদন বৈশিষ্ট্য: প্রাপ্তবয়স্ক কবুতরের ওজন ৬০০ গ্রাম। এদের বাচ্চা বা স্কোয়াবের ওজন ৩০০ গ্রাম।

কিং কবুতর (King)

উৎপত্তি ও প্রাপ্তিস্থান: এই জাতের কবুতরের উৎপত্তি আমেরকিা। বর্তমানে এদেরকে বিশ্বব্যাপী পালন করা হয়। এরা রেসিংয়ের জন্য বেশি জনপ্রিয়।

চিত্র ৬.৩.৩ : কিং কবুতর

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. এদের দেহের আকার বড় হয়।
২. সাদা, নীল, সিলভার, লাল ও হলুদ বর্ণের দেখা যায়।
৩. পায়ের নালা, পা ও ঠোঁট গোলাপি রঙের হয়ে থাকে।

উৎপাদন বৈশিষ্ট্য: প্রাপ্তবয়স্ক কবুতরের ওজন ৭৫০ গ্রাম। এদের বাচ্চা বা স্কোয়াবের ওজন ৫০০ গ্রাম।

হোমার (Homer)

উৎপত্তি ও প্রাপ্তিস্থান: এদের উৎপত্তি বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড ও জার্মানী। বর্তমানে এ জাতটিকে বিশ্বের প্রায় সর্বত্র পোষা হয়।

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. নীল, লাল সিলভার ও হলুদ বর্ণের কবুতর খুব জনপ্রিয়।
২. দেহ ছোট, কিন্তু পালক খুব আঁটোসাঁটো
৩. পায়ের নালার রং গোলাপি।
৪. ঠোঁটের রং কালো।

উৎপাদন বৈশিষ্ট্য: প্রাপ্তবয়স্ক কবুতরের ওজন ৬৫০ গ্রাম। বাচ্চা বা স্কোয়াবের ওজন ৪০০ গ্রাম।

কোয়েল

কোয়েল পোল্ট্রির ক্ষুদ্রতম সদস্য। বিশ্বব্যাপী বহু বুনো প্রজাতির কোয়েল রয়েছে, যেমন- রেইন কোয়েল, ক্যালিফোর্নিয়া কোয়েল, মাউন্টেন কোয়েল, মন্টেজুমা কোয়েল, হারলেকুইন কোয়েল, রঙিলা কোয়েল ইত্যাদি। তবে এসব প্রজাতির মধ্যে জাপানি কোয়েল ও বব হোয়াইট কোয়েল ছাড়া অন্য কোন প্রজাতিকে যেমন গৃহপালিত করা হয়নি, তেমনি বাণিজ্যিকভিত্তিতে পোল্ট্রি হিসেবে এই দু'প্রজাতি ছাড়া অন্য কোন কোয়েল পালন করা হয় না। জাপানি কোয়েল ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হলেও বব হোয়াইট কোয়েল মূলত মাংসের জন্যই পোষা হয়। বাণিজ্যিক জাপানি কোয়েলের বেশ ক'টি জাত ও উপজাত রয়েছে, যেমন- ফারাও, ব্রিটিশ রেঞ্চ, ইংলিশ হোয়াইট, ম্যানচুরিয়ান গোল্ডেন, টুক্সেডো, ফন/ব্রাইন কোয়েল ইত্যাদি। নিম্নে ফারাও ও ফন উপজাতের কোয়েল দু'টো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

ফারাও (Pharao)

উৎপত্তি ও প্রাপ্তিস্থান: এই উপজাতের জাপানি কোয়েলটি বিশ্বে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এদের উৎপত্তি জাপান, চীনসহ এশিয়া অন্য কয়েকটি দেশে। জাপানে ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে এর ডিম উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে।

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. এরা ছোট ও গাট্টাগোট্টা পাখি।

২. পালকের মূল রং বাদামি; এর উপর থাকে গাঢ় চকোলেট বা কালো রঙের ছোঁপ।
৩. বুকের উপরের অংশের বাদামি রঙের উপর কালো বা খয়েরি গোলাকার ফোঁটা থাকে।
৪. বুকের নিচের অংশ তামাটে।

উৎপাদন বৈশিষ্ট্য: এরা ৬-৭ সপ্তাহ বয়সে ডিমপাড়া শুরু করে। বার্ষিক ডিম উৎপাদন- ২৭৫-৩০০টি। প্রাপ্তবয়স্ক কোয়েলের ওজন- ১৫০-১৭৫ গ্রাম।

চিত্র ৬.৩.৪ : ফন বা ব্রাউন কোয়েল

ফন বা ব্রাউন কোয়েল (Fawn/Brown Quail)

উৎপত্তি ও প্রাপ্তিস্থান: এদের উৎপত্তি ও প্রাপ্তিস্থান ফারাওয়ের মতোই।

জাত বৈশিষ্ট্য:

১. এদের পালকের রঙের ধরন ফারাওয়ের মতোই, কিন্তু রং একেবারেই হালকা। কোন কালচে ভাব নেই।
২. বাচ্চাগুলোর দেহের কোমল পালকের রং হলদে; এর উপরের ছোপগুলো বেশ হালকা।
৩. এরা অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির। ফারাওয়ের মতো মারামারি বা ঠোঁকরাঠুকরি করে না।
৪. বাকি সব বৈশিষ্ট্য ফারাওয়ের মতোই।

উৎপাদন বৈশিষ্ট্য: এরা ৬-৭ সপ্তাহ বয়সে ডিমপাড়া শুরু করে। বার্ষিক ডিম উৎপাদন- ২৭৫-৩০০টি। এদের প্রাপ্তবয়স্ক কোয়েলের ওজন- ১৫০-১৭৫ গ্রাম।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে দলগতভাবে বসে হাঁস এবং রাজহাঁসের জাত এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবে।

সারসংক্ষেপ

হাঁস এবং রাজহাঁস মুরগির মত পোল্ট্রির দুটি অন্যতম প্রজাতি। মুরগির মত এদের ও বিভিন্ন জাত ও এসব জাতের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হাঁসের জাতের মধ্যে ডিম পারা জাত, মাংস উৎপাদনের জাত এবং উভয় উদ্দেশ্যে পালনের জাত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ডিমপারা জাতের মধ্যে জিনডিং, ইন্ডিয়ান রানার উল্লেখযোগ্য। আবার মাসকোভী জাতের হাঁস মাংস উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি ডিম পারা জাতের হাঁস নয়?
(ক) জিনডিং (খ) খাকী ক্যাম্পবেল
(গ) পেকিন (ঘ) ইন্ডিয়ান রানার

২। জিনডিং জাতের হাঁস বছরে বছরে কতটি ডিম দেয়?
(ক) ২০০-২৫০ টি (খ) ২৭৫-৩০০ টি
(গ) ৩০০-৪০০ টি (ঘ) ৪০০-৫০০ টি

৩। টলুইসি জাতের রাজহাঁসের গড় ওজন কত?
(ক) ১০-১১ কেজি (খ) ১২.৫-১৩.৫ কেজি
(গ) ১৩-১৪ কেজি (ঘ) ১২-১৪ কেজি

৪। নিচের কোনটি কোয়েলের জাত নয়?
(ক) ফেনটেইল (খ) জাপানিজ কোয়েল
(গ) রেইন কোয়েল (ঘ) ব্রাউন কোয়েল

৫। জাপানিজ কোয়েল কত বয়সে ডিম দেয়?
(ক) ৪-৫ সপ্তাহ (খ) ৫-৬ সপ্তাহ
(গ) ৬-৭ সপ্তাহ (ঘ) ৭-৮ সপ্তাহ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জসিম সাহেব সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছেন। অবসরকালীন কিছু টাকা দিয়ে তিনি মুরগির ও হাঁসের খামার করলেন। জসিম সাহেবের মুরগীর বৈশিষ্ট্য হল পালকের রং লাল, কানের লতির রং লাল, গায়ের চামড়া হলুদ রং, পায়ের নালা পালক বিহীন। খাকি রং ও মাথা গোলাকার বৈশিষ্ট্যের হাঁস পালন শুরু করলেন। এই জাতের মুরগি ও হাস পালন করে সচ্ছলভাবে জীবন যাপন করছেন।
ক) জাত কী?
খ) পোল্ট্রি শিল্পের সম্ভাবণা ব্যাখ্যা করুণ।
গ) মুরগীর এশিয়াটিক ও আমেরিকান শ্রেণির জাত গুলির বৈশিষ্ট্য তুলনা করুণ।
ঘ) জসিম সাহেব কোন জাতের হাঁস ও মুরগি এবং কেন পালন করছেন তা বিশ্লেষণ করুণ।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ক ৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ ঃ ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ ঃ ১। খ ২। খ ৩। খ ৪। ক ৫। গ